জেলার ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ী সীমান্ত দিয়ে চলছে চোরাচালানের মহোৎসব

রফিকুল ইসলাম কুড়িগ্রাম থেকে ॥ কুড়িগ্রামের বিশাল সীমান্ত এলাকা প্রশাসনের মদদে এখন চোরাচালানিদের নিয়ন্ত্রণে। সীমান্ত এলাকার লোকজন চোরাচালানিদের নিয়ন্ত্রণে। সীমান্ত্র এলাকার লোকজন চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েছে। স্রোতের মতো ভারত থেকে মাদকদ্রব্য গাঁজা, মদ, ফেন্সিডিল, হেরোইন, সহ যৌন উত্তেজক ঔষধ, মসলা, লবণ, চিনি, কাপড়, বাইসাইকেল ও রোগাক্রন্ত গরু হাট বাজার গুলোয় সয়লাব। বি,ডি,আর ও থানা প্রশাসন সহ স্থানীয় গডফাদারদের হাতে চলে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। মাদক সহ অন্যান্য চোরাচালান রোধে বি,ডি,আর তেমন কোনো ভূমিকা পালন করছে না বরং চোরাচালানিদের পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতা করছে বলে সীমান্তবাসী অভিযোগ করেছে। জানা যায়, কুড়িগ্রামজেলার তিনটি

উপজেলা নাগেশ্বরী, ভূরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী। নাগেশ্বরীর নারায়ানপুর, চৌদ্দকুড়ি, মাদারগঞ্জ, কচাকাটা, কেদার ও রামখানা। ভূরুঙ্গামারীর সিংঝাড়, বাগভান্ডার, দিয়াডাঙ্গা, শালঝোড়, ময়দান, বঙ্গ সোনাহাট, পাথরডুবি। ফুলবাড়ীর শিমুল বাড়ী, কাশিয়াবাড়ী, অনন্তপুর, কাশিপুর, গংগারহাট বিশাল সীমান্ত এলাকা এখন কর্মরত সীমান্তরক্ষী ও থানা প্রশাসনের পক্ষে লাইনম্যানেরা চোরাচালানিদের কাছে সাপ্তাহিক ও মাসিক লাল হলুদ কার্ডের মাধ্যমে চুক্তি ভিত্তিক মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়ে বিডিআর ও থানা প্রশাসন কে ম্যানেজ করে এই সকল অবৈধ ব্যবসা অবাধে চালিয়ে সীমান্ত এলাকায় দূর্নীতির রাজত্ব কায়েম করেছে। সীমান্তবাসী অভিযোগ করেন, নাগেশ্বরী বিওপি-ক্যাম্প ও থানা লাইনম্যানেরা হচ্ছে- নারায়নপুর বিওপি -পক্ষে আনছের আলী ও আবুল হোসেন। চৌদ্দকুড়ি বিওপি পক্ষে বানিজ মিয়া। মাদারগঞ্জ বিওপি-পক্ষে আব্দুল মেম্বার। কচাকাটা থানা- পক্ষে নছির মোল্লা ও শহিদুল। ভূরুঙ্গামারী সিংঝাড় বিওপি- পক্ষে ইমান আলী, গফুর মিয়া ও আ: খালেক। বাগভান্ডার বিওপি পক্ষে আ: সাত্তার। দিয়াডাঙ্গা বিওপি পক্ষে জাহেঙ্গীর আলম ও সারোয়ার কাদের। শালঝোড় বিওপি পক্ষে আব্দুল কাদের। ময়দান বিওপি পক্ষে সিরাজ উদ্দিন। ভূরুঙ্গামারী থানার পক্ষে আ: রাজ্জাক, আমিনুর রহমান ও সাত্তার আলী। ফুলবাড়ী অনন্তপুর বিওপি পক্ষে রাজু মিয়া। কাশিপুর বিওপি পক্ষে জয়াল উদ্দিন। গঙগারহাট বিওপি পক্ষে আব্দুল জলিল। ফুলবাড়ী থানা পক্ষে জালাল উদ্দিন ও মোকাফর সহ অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা যায়, নাগেশ্বরী রামখানা বিওপি পক্ষে ইদরিস মেম্বার। নাগেশ্বরী থানা পক্ষে মনছের নাউয়া। চৌদ্দকুড়ি বিওপি পক্ষে বানিজ মিয়া। ভূরুঙ্গামারী সিংঝাড় বিওপি পক্ষে ঈমান আলী, গফুর ও আঃ খালেক। থানা আঃ রাজ্জাক লাইম্যানেরা সীমান্ত এলাকায় অবাধে চোরাচালানিদের নিয়ন্ত্রণ করছে। করিডোরের নামে ভারত থেকে শত করা রোগাক্রান্ত ৭০টি গরু অবৈধ ভাবে চোরা চালান হয়ে আসছে সীমান্তরক্ষী ও থানা প্রশাসনের পরোক্ষ সহযোগিতায়। এতে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তেমনি ভারতীয় নিম্নমানের মালামালের কারণে গ্রাহকরা প্রতারিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভারত থেকে চোরাপথে আসা বিভিন্ন ধরনের রোগাক্রন্ত গরু প্রতি ১ হাজার থেকে ১৫শ’ টাকা উত্তোলন করছে। উপরোক্ত লাইনম্যানেরা এবং ভূরুঙ্গামারী সিংঝার বিওপি ক্যাম্পের পক্ষে লাইনম্যান ঈমান, গফুর ও আঃ খালেক করিডোরের গরু ফিস ছাড়াই গরু প্রতি ২ শ’ থেকে ৩শ’ টাকা

উৎকোজ নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন, সিংঝার এলাকার শহিদুল ইসলাম, আবু বক্কর, বাচ্চু মিয়া, আলম ও শফিকুল ইসলাম। আরো জানান, লাইনম্যানদের উৎকোচ না দিলে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার সহ ভয়ভিতি প্রদর্শন করে বলে এ টাকা সীমান্ত্র রক্ষী ও থানা প্রশাসন সহ স্থানীয় গডফাদারদের দিতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা মনে করেন সরকার কে করিডোরের টাকা প্রদান করার পরেও বিভিন্ন ভাবে হয়রানী করায় তারা ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এদিকে ভারত থেকে বাংলাদেশের সীমান্ত্র এলাকায় অবাধে পাচার হয়ে আসছে মদ, গাঁজা, ফেন্সিডিল, হেরোইন, সহ বিভিন্ন নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য এসব ব্যবহারে বাংলাদেশের যুব সমাজ আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। পরিলক্ষিত দেশের শহর বন্দর ছাড়াও গ্রামের অলিতে গলিতে কিংবা পত্যিক্ত জায়গায় ফেন্সিডিলের অসংখ্য খালি বোতল পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক দোকানেও গাঁজার পুড়িয়া বিক্রি হচ্ছে। আর এসব মাদকদ্রব্য সেবন করে দেশের যুব সমাজ আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌছে গেছে।

তারিখ: ২১-০৬-০৯ইং

কুড়িগ্রামের বিএনপি'র রাজনীতিতে
দলীয় কোন্দল মাথা চারা দিয়ে উঠেছে

রফিকুল ইসলাম কুড়িগ্রাম থেকে ॥ কুড়িগ্রামে বিএনপি'র রাজনীতিতে সদ্যঘোষিত আহ্বায়ক কমিটিতে দলীয় নেতাদের স্থান পাওয়া না পাওয়ার ঘটনায় কোন্দল গ্রুপিং ব্যাপক আকারে মাথা চারা দিয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, জেলা বিএনপি'র সদ্য ঘোষিত আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ওমর ফারুক হওয়ায় তাকে এখানকার সুবিধাবাদী নেতারা মেনে নিতে পারছেন না। এদিকে যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুর রহমান রানার নেতৃত্বে জোট সরকার আমলে সুবিধা নেওয়া সিন্ডিকেটের প্রভাবশালী নেতারা একত্রিত হয়ে নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছে। দাদা মোড়স্থ দলীয় কার্যালয়টি সভাপতি এডভোকেট ইদ্রিস আলীর নিজস্ব ঘর হওয়ায় বর্তমান কমিটির কেহই ব্যবহার করছে না। সবাই নিজেদের মতো করে বাড়িতে বসে আবার নিজেদের ব্যবসায়ীক গদিতে বসে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে বিভিন্ন লিয়াজো চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে ওমর ফারুক আহ্বায়ক হওয়ায় দীর্ঘ দিন দলীয় সুবিধা বঞ্চিত তৃণমূল নেতাকর্মীরা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক ভাবে তৃণমূলের নেতারা দুর্বল হওয়ায় কোন অবস্থাতেই তারা সৃষ্টি করতে পারছে না। প্রতিপক্ষ গ্রুপ অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী হওয়ায় ম্যানেজ প্রক্রিয়ায় নানাভাবে নিজেদের অবস্থান সৃষ্টি করছে। এদিকে একটি সূত্র জানান, সাইফুর রহমান রানার নেতৃত্বাধীন নেতারা জেলা বিএনপি'র কমিটিতে প্রভাবশালী অবস্থায় পৌছিলে নতুন বোতলে পুরান মদ অবস্থার সৃষ্টি হবে বলে অনেকে মনে করেন। ইতোমধ্যে এই কমিটির আহ্বায়ক পরিবর্তনের জন্য বাকি সব যুগ্ম আহ্বায়ক স্বাক্ষরিত একটি পত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় বিএনপি'র কাছে পরিবর্তনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। ঢাকায় অবস্থান করে জেলা বিএনপির কিছু নেতা বিষয়টি পাশ করার জন্য তদবির করছে বলেও জানা যায়।

তারিখ: ২১-০৬-০৯ইং